ইত্তেফাক ২১।১১।৮১

২৬৬

082

# প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের বহুমুখী সমস্যায় ছাত্র-শিক্ষকদের দুর্ভোগ

বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্নমুখী সমস্যা বিরাজ করায় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। এই সকল সমস্যার মধ্যে রহিয়াছে স্কুল গৃহের দৈন্যদশা, প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ চক, ডাষ্টার ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল ও অনিয়ম, দীর্ঘদিনেও কোন কোন স্কুলের সরকারী মঞ্জুরী না পাওয়া, স্কুলে স্থান সংকুলানের অভাব, নলকূপ ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা না থাকা প্রভৃতি। কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য বাড়ী হইতে পিঁড়ি, ছালার চট ইত্যাদি লইয়া আসিতে হয়। ঝড়-বৃষ্টির সময় কোন কোন বিদ্যালয়ে মাছ-মাংসের হাট বসে।

ভৈরব (ময়মনসিংহ) হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, ভৈরব থানার শতকরা ৪০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা বিরাজ করিতেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারবিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের বেড়াও দরজা-জানালা নাই। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র নাই বলিলেই চলে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের ঠাসাঠাসি করিয়া এবং অনেককে দাঁড়াইয়া অথবা মেঝেতে বসিয়া ক্লাশ করিতে হয়। চেয়ার-টেবিলের সংখ্যা অপ্রতুল। বেশ কয়েকটি স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

বাগেরহাটের (খুলনা) সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাট মহকুমার বিভিন্ন এলাকার শতাধিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারবিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চের অভাবে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়াইয়া ক্লাশ করিতে হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ চলে গাছতলায়। ইহাছাড়া কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দলাদলি, কোন্দল ও কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। আর ইহার ফলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে।

সুনামগঞ্জের (সিলেট) সংবাদদাতা জানান, সুনামগঞ্জ মহকুমার শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদীন যাবৎ সংস্কার ও মেরামত বিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক স্কুলের বেড়া নাই। প্রায় প্রতিটি স্কুলেই আসবাবপত্রের দারুণ অভাব। বেঞ্চের অভাবে কোথাও কোথাও ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে বসিয়া ক্লাশ করিতে হয়। কোথাও আবার একই বেঞ্চে অনেককে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিতে হয়। ইহাছাড়া কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়মিত ও সময়মত ক্লাশে উপস্থিত থাকেন না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

ঝিনাইদহের (যশোর) সংবাদদাতা জানান, মহকুমার ৬টি থানায় একশত ১৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিনেও সরকারীকরণ না করায় ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ৪ শত শিক্ষক চরম আর্থিক সংকট ও হতাশার মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। এলাকার জনসাধারণ প্রথমে চাঁদা তুলিয়া স্কুলগৃহগুলি নির্মাণ করিয়া দেয় এবং প্রয়োজনীয় জমিও দান করে, স্কুলগুলি এক সময় সরকারীকরণ করা হইবে এই আশায় অনেকে ৫/৭ বৎসর যাবৎ বিনা পয়সায় শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও স্কুলগুলি সরকারীকরণ না হওয়ায় অনেক শিক্ষক হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

লালমনিরহাটের (রংপুর) সংবাদদাতা জানান, ফুলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিতরে বৃষ্টি হইলেই পানি প্রবেশ করে। শ্রেণীকক্ষ ভিজিয়া যায়। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। প্রথম শ্রেণীর প্রায় দুই শত ছাত্র-ছাত্রী দীর্ঘ ৭ বৎসর যাবৎ গাছতলায় লেখাপড়া করিতেছে। বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম নাই বলিলেই চলে। অপরদিকে ফুলবাড়ী থানার গোরকমণ্ডপ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারী উন্নয়ন স্কীমভুক্ত না হওয়ায় স্কুল গৃহের উন্নয়ন সম্ভব হইতেছে না। বিদ্যালয় গৃহ বর্তমানে ভগ্নপ্রায়। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ নাই।

চুয়াডাঙ্গার (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা জানান, আলমডাঙ্গা থানার নাগদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। স্কুলের দরজা, জানালা, লোহার বীম ইত্যাদি উধাও হইয়া গিয়াছে স্কুলটি ছাউনীবিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। স্কুলের কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রী গ্রামের জনৈক ব্যক্তির বৈঠকখানায় কোনমতে ঠাসাঠাসি করিয়া লেখাপড়া করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গাইবান্ধার (রংপুর) সংবাদদাতা জানান, গাইবান্ধা সদর থানার ৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলির অবস্থাই করুণ। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৩০টি পাকা, ১৫টি অর্ধ সমাপ্ত আধা পাকা এবং বাকীগুলি কাঁচা। বিদ্যালয়গুলির কোনটিতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ নাই। কোন কোন বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিলের অভাবে শিক্ষকদের দাঁড়াইয়া ক্লাস নিতে হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় ব্লাক বোর্ড, চক, ডাষ্টার ইত্যাদি নাই। কোন কোন স্কুলে নলকূপ না থাকায় পানীয় জলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। অনেক স্কুলেই খেলার মাঠ নাই।

কালিয়ার (যশোর) সংবাদদাতা জানান, কালিয়া ইউনিয়নের জোকারচর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটি দুই বৎসর পূর্বে ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর আর মেরামত করা হয় নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা গাছতলায় বসিয়া ক্লাস করিতেছে। স্কুল ঘরটি মেরামতের জন্য গ্রামবাসীরা কর্তৃপক্ষের নিকট বহু আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

রূপগঞ্জের (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, রূপগঞ্জ থানার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যার অন্ত নাই। খাশ কামালকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোচালা ছনের ঘরে মাদুর বিছাইয়া শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। শিক্ষার্থীদের বসার জন্য বাড়ী হইতে পিঁড়ি, ছালার চট ইত্যাদি লইয়া আসিতে হয়। বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল, টুল, ব্লাক বোড কিছুই নাই। বৃষ্টি হইলে ঘরের ভিতরে পানি পড়ে। কামতা প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ দুই বৎসর পূর্বে ধসিয়া পড়ার পর আর মেরামত করা হয় নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা গাছ-তলায় বসিয়া লেখাপড়া করে। শিক্ষক গাছে ব্লাক বোর্ড বাধিয়া টেবিলের উপর বসিয়া শিক্ষা দান করেন। গুতুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুঁটিগুলি নড়বড়ে হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন সময় দোচালা ঘরটি বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ভোলার প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও যে কোন মুহূর্তে ধসিয়া পড়িতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। জাঙ্গির সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নড়বড়ে বাঁশের খুঁটির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিদ্যালয় গৃহের বেড়া নাই। বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের মাটিতে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হয়। চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি নাই বলিলেই চলে। একজন শিক্ষকের পদ শূন্য। ঝড়বৃষ্টি হইলে বিদ্যালয় গৃহের ভিতরে মাছ, মাংসের হাট বসে। অপর দিকে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত তারাব ইউনিয়নের দেবই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারী মঞ্জুরী না পাওয়ায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।